এক নজরে

আরও খবর পৃ: ১০

- দু’জেলার ৪০ কলেজে প্রশাসক এসডিও-রা
- আদিবাসী ছাত্রী হস্টেলে অনিয়মের নালিশ

পুরুলিয়া ■ বাঁকুড়া

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই ২০২৬ PBPE

■ বৃষ্টিতে জমিতে জল জমায় শুরু চাষের কাজ। পুরুলিয়া ১ ব্লকের চাকদায়। *নিজস্ব চিত্র*

জেলা পরিষদের সম্পত্তির ফাইল উধাও, খোঁজ শুরু

রাজদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া

লিজ় দেওয়া জায়গা-জমির নবীকরণ হয়নি বহু বছর। অনেক ক্ষেত্রে লিজ়ের ফাইলই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।— তৃণমূল পরিচালিত বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সম্পত্তির খোঁজ করতে নেমে কার্যত নাজেহাল হতে হচ্ছে জেলা প্রশাসনকে। এই পরিস্থিতিতে জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরকে দিয়ে জেলা পরিষদের সম্পত্তির খোঁজ করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। এই ঘটনায় তৃণমূল জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও সে দাবি মানেননি তৃণমূল নেতৃত্ব।

সম্প্রতি জেলার বিজেপি বিধায়কেরা প্রশাসনের কাছে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়নের দাবি জানান। প্রশাসন সে কাজে নামতে গিয়েই হোঁচট খায়। সম্পত্তির খোঁজই মিলছে না! তার পুনর্মূল্যায়ন হবে কী করে? বাঁকুড়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত বলেন, “জেলা পরিষদের সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন করতে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। কিছু তথ্য জেলা পরিষদে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।” সূত্রের খবর, প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, জেলার বিভিন্ন এলাকায় থাকা জেলা পরিষদের ৮০টি দোকানের লিজ়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার বহু দোকানের লিজ়ের ফাইলও মিলছে না। মুকুটমণিপুরে জেলা পরিষদের স্টল এক সময় লিজ়ে নিয়ে বর্তমানে সেখানে দোতলা লজ ও হোটেল বানিয়ে ফেলা হয়েছে বলেও প্রশাসনের নজরে এসেছে। জেলা পরিষদের ৬৪টি জলাশয়ের মধ্যে ৩৪টির লিজ়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে বেশ কয়েকটি জলাশয়ের পর্যাপ্ত নথি পাওয়া যাচ্ছে না। বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, “২০২০ সালের পর থেকে বেশির ভাগ লিজের স্টল বা জলাশয়ের বরাদ্দ ভাড়াই জমা পড়েনি। দশকের পর দশক দরে ভাড়ার পুর্নমুল্যায়ন হয়নি প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই।”

২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে ২০১৩ সাল থেকে বাঁকুড়া জেলা পরিষদ ওই দলের দখলেই রয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের ৫৬টি আসনের মধ্যে ৫৫টি পায় তৃণমূল, একটি আসন জেতে বিজেপি।

বাঁকুড়া জেলা পরিষদের বিজেপির একমাত্র সদস্যা রিম্পা ধীবরের অভিযোগ, “জেলা পরিষদের সম্পত্তি কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হয়েছেন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা। সরকারি নিয়ম মেনে কোনও কাজই হয়নি। সম্পত্তি লিজ় দেওয়া হয়েছে মৌখিক ভাবে। ভাড়ার টাকা জেলা পরিষদে জমা পড়েনি, নেতাদের পকেটে ঢুকেছে। সরকারি সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি বলেই বহু ফাইল বেপাত্তা। আমরা প্রশাসনের কাছে যথাযথ তদন্তের দাবি করছি।”

ফোন ধরেননি বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা পরিষদের এক কর্মাধ্যক্ষ বলেন, “স্বজনপোষণের অভিযোগ ঠিক নয়, কাজ হয়েছে নিয়ম মেনেই। কিছু ক্ষেত্রে লিজের ফাইল বহু পুরনো হওয়াতেই হয়তো পাওয়া যাচ্ছে না।”

লাথি-ঘুষি খাওয়ার পরে ধৃত প্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা

আদ্রা

■ আড়রা পঞ্চায়েতের প্রধান তুফান রাইকে মারধরের মুহূর্ত। *ছবি: সংগৃহীত*

পঞ্চায়েত ভবনের সামনেই তৃণমূলের প্রধানকে এলোপাথাড়ি কিল, চড়, ঘুষি, লাথি মারছে একদল লোক। ডিমও ছোড়া হচ্ছে। তাঁদের হাত থেকে প্রধানকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন পুলিশ কর্মীরা। বুধবার দুপুরে রঘুনাথপুর ১ ব্লকের আড়রা পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান তুফান রাইয়ের উপরে এই হামলার ভিডিয়ো পরে সমাজমাধ্যমে (সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার) ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তখন তুফানকে উদ্ধার করে। যদিও রাতে এক ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে আবাস যোজনায় সুবিধা দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ করায় পুলিশ তুফানকে গ্রেফতার করে।

ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, দুপুরে পুলিশ তুফানকে উদ্ধার করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করার সময়েও লোকজন তাঁর জামা টেনে ছিঁড়ে দেয়। হামলাকারীদের কয়েকজনের গলায় গেরুয়া উত্তরীয় জড়ানো ছিল। যা নিয়ে বিজেপির উপরে হামলার দায় চাপিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। তবে বিজেপির দাবি, এটা তুফানের বিরুদ্ধে জনরোষ।

পালাবদলের পরে এই জেলায় তৃণমূলের নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ডিম ছোড়া বা ঘিরে ধরে চোর স্লোগান দেওয়া হলেও শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করা হয়নি। এই বিষয়টি যেমন অনেকে ভাল ভাবে নেননি, তেমনই উত্তেজিত জনতাকে সামাল দিয়ে তুফানকে উদ্ধারে পুলিশের সক্রিয়তারও প্রশংসা করেছেন অনেকে। তুফানের ঘনিষ্ঠ মহলও জানাচ্ছে, পুলিশ উদ্ধার করতে না গেলে খারাপ কিছুও ঘটে যেতে পারত। তবে তুফানের তরফে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

তুফানের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে ধরা হয়েছে। বরং বিজেপি হামলা চালাতে পারে এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বাসিন্দাদের শংসাপত্র দেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যেই তুফান অল্প সময়ের জন্য পঞ্চায়েতে যাচ্ছিলেন। এ দিন বিজেপির স্থানীয় নেতাদের ইন্ধনেই হামলা হয়েছে। যদিও ওই প্রধান পঞ্চায়েতে আসছেন না বলে সম্প্রতি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছিলেন স্থানীয়দের একাংশ।

পঞ্চায়েতে বিজেপির বিরোধী দলনেতা নয়ন মোহান্ত বলেন, “এ দিনের ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত প্রধানের তোলাবাজি, কাটমানি আদায় ও পঞ্চায়েত এলাকায় পরিষেবা না দেওয়ায় ভুক্তভোগীদের ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।”

তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি গোপে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা

পাত্রসায়র

বিধানসভা ভোটে তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন। ভোটে দলের সঙ্গে নিজেও হারেন। তারপর থেকেই গাঢাকা দিয়েছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত ওরফে গোপে। মঙ্গলবার সুব্রতকেও গ্রেফতার করল পাত্রসায়র থানার পুলিশ। বুধবার সকালে পাত্রসায়র থানার বাইরে তাঁকে লক্ষ করে জনতা ডিম ছোড়ে, চোর চোর স্লোগানও দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তার পরিবারকে থানায় এফআইআর করতে না দেওয়া ও তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে সুব্রতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই একই মামলায় জেল হেফাজতে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী তথা পাত্রসায়র পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূরবী দত্ত মল্লিক। বিষ্ণুপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পাঁচ দিন পুলিশ হেফাজতে পাঠান।

পুলিশের দাবি, মঙ্গলবার রাতে পাত্রসায়রের হাতিতলার কাছে রাস্তা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সে খবর রাতেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার সকালে থানায় সামনে জড়ো হয়ে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। যদিও পুলিশ কাউকে থানার দরজার ভিতরে কাউকে ঢুকতে দেয়নি। বাইরে থেকেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন মানুষজন। সুব্রত দত্তকে নিয়ে যখন পুলিশের গাড়ি আদালতের দিকে যাচ্ছিল সে সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে। ডিমও ছোড়া হয় গাড়ি লক্ষ করে।

থানার সামনে থাকা এক বিক্ষোভকারী বলেন, “খুন, ধর্ষণ থেকে সব রকমের অভিযোগ গোপের বিরুদ্ধে রয়েছে। তৃণমূল আমলেও ওর বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ হয়েছিল। সাজা পায়নি। এ বার শাস্তি পাবে।” সোনামুখী ৪ মণ্ডলের সভাপতি তথা পাত্রসায়রের বিজেপি নেতা অনুপ ঘোষ বলেন, “পাত্রসায়রের মানুষ জানেন গোপে কী করম সন্ত্রাস চালিয়েছিলেন। মানুষ ভয়ে মুখ পর্যন্ত খুলতেন না। মানুষের ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। আইন আইনের পথেই চলবে।” পুলিশ সূত্রের খবর, গত মার্চ মাসে এক নাবালিকার রহস্যমৃত্যু ঘটে। সেই ঘটনায় সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে রোহিত মল্লিক ও তার মা রুম্পা মল্লিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মৃত নাবালিকার পরিবার সে সময় থানায় এফআইআর করতে চাইলে সুব্রত ও তাঁর স্ত্রী রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাতে বাধা দেন। এমনও অভিযোগ, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে মৃত নাবালিকার দেহের ময়নাতদন্ত না করিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গত ১১ জুলাই অভিযোগের পরে পুলিশ অভিযুক্ত যুবক ও তার মাকে গ্রেফতার করে। ১২ জুলাই গ্রেফতার হন পূরবী। এ বার গ্রেফতার হলেন সুব্রত। পুলিশ জানায়, গোপের বিরুদ্ধে মারপিটের একটি আলাদা অভিযোগও রয়েছে। সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আগেও মামলা

- ■ এক তরুণীকে ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা
- ■ মারধর ও অবৈধ জমায়েতের কয়েকটি মামলা

তথ্য সূত্র: নির্বাচনী হলফনামা

■ পাত্রসায়র থানা থেকে বের করা হচ্ছে সুব্রতকে। *নিজস্ব চিত্র*

পঞ্চায়েতে ফের অনাস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাঘমুণ্ডি

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন দলেরই সদস্যেরা। মঙ্গলবার বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ব্লক অফিসে অনাস্থার চিঠি জমা দেওয়া হয়েছে। তবে প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি বাঘমুণ্ডির পঞ্চায়েত প্রধান ভাগ্য মাছোয়ার। বিডিও (বাঘমুণ্ডি) আর্য তা বলেন, “বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন ১৪ জন সদস্য।” তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক সুশান্ত মাহাতোর খাসতালুক বাঘমুণ্ডি। তাই এই পঞ্চায়েতের অনাস্থাকে ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২০টি আসনের এই পঞ্চায়েতে ১৪টি জেতে তৃণমূল। বিজেপি দু’টি এবং আজসু, কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সিপিএম একটি করে আসনে জেতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে একক ভাবে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। পরে বিজেপি ও আজসু থেকে দুই সদস্যও ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন। অনাস্থা প্রস্তাবে সই থাকা রাধানাথ কৈবর্তের দাবি, “রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের শরিক হতেই আমরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি।” সূত্রের খবর, তৃণমূলের প্রতীকে জিতলেও রাধানাথ-সহ ১১ জন তৃণমূল সদস্য কয়েকদিন আগে অযোধ্যা পাহাড়ের একটি মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজেরাই বিজেপির পতাকা হাতে নেন। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে এতে। যদিও বিজেপির কিসান মোর্চার পুরুলিয়ার সভাপতি তথা বাঘমুণ্ডির নেতা জগদীশ কুমার বলেন, “তৃণমূলের কাউকে দলে নেওয়া হয়নি। স্বেচ্ছায় কেউ বিজেপির পতাকা নিলে তাঁকে তো মানা করা যাবে না।”

‘কেন আর ফিরব’, মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে প্রশ্ন পরিযায়ীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া

সরকার গঠনের মাস দুয়েকের মধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু শ্রমিকেরা ফিরবেন কোন ভরসায়, সেই প্রশ্ন উঠছে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মতো শিল্পহীন জেলায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার আশা দিলেও এখনও পর্যন্ত এই দুই জেলায় কর্মসংস্থান তৈরির ভরসাযোগ্য পদক্ষেপ করে উঠতে পারেনি। স্রেফ ভিবি-জি রাম জি-র ১২৫ দিনের কাজের ভরসায় কি ফিরে আসা যায়?

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো শিল্পহীন জেলা থেকে বিপুল পরিমাণ শ্রমিক ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। অতীতের তুলনায় সাম্প্রতিক কালে সেই সংখ্যা বেড়েছে। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে প্রথমে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প এবং এখন ১২৫ দিনের কাজ শুরু হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে থাকতে পারেন।

তবে প্রশ্ন উঠছে, ১২৫ দিনের কাজে শ্রমিকদের হাতে আসবে দৈনিক ৩০০ টাকা। ১২৫ দিনই কাজ পেলে বার্ষিক আয় দাঁড়াচ্ছে ৩৭ হাজার টাকার কিছু বেশি। মাসে হচ্ছে তিন হাজার মতো। সেই টাকায় কি সংসার চলবে? যেখানে অন্নপূর্ণা যোজনায় সরকার মহিলাদের বিনা শ্রমে মাসিক তিন হাজার টাকা ভাতা দিচ্ছে, সেখানে শ্রমিকদের মজুরি কি নগণ্য নয়? প্রশ্ন পরিযায়ী শ্রমিকদের একাংশের। মধ্যেপ্রদেশে কর্মরত বাঁকুড়ার ইঁদপুরের মনোজিৎ তন্তুবায়, সমরেশ দে বলেন, “যা রোজগার করি তাতে নিজেদের থাকা-খাওয়া ছাড়া গ্রামে পরিবারের খরচ চলে যায়। গ্রামে ফিরে কি অত রোজগার করতে পারব? তবে কাজের সুযোগ পেলে অবশ্যই ফিরব।” চেন্নাইতে কর্মরত পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের মার্শাল হাঁসদারও একই দাবি। তিনি বলেন, “মাস শেষে ২০ হাজারের বেশি রোজগার হয়। থাকার খরচ লাগে না। সিংহ ভাগ টাকা বাড়িতে পাঠাতে পারি। গ্রামে ফেরার মতো কাজ কি আছে?”

ঘটনা হল, অন্য জেলার চেয়ে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কিছুটা বেশি। এর মূল কারণ, রুক্ষ দুই জেলায় সেচের ব্যবস্থা অপ্রতুল, তাই চাষাবাদ কম। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এখানে ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি। কার্যত ধুঁকছে বাঁকুড়ার দ্বারিকা, বড়জোড়া শিল্পাঞ্চল। রাজ্যে পালাবদলের পরে একমাত্র মেজিয়াতে ‘শ্যাম স্টিলের’ কারখানার সম্প্রসারণ ছাড়া বড় কোনও শিল্পের বিনিয়োগ দেখা যায়নি। রঘুনাথপুরের ক্ষেত্রে তৃণমূল আমলে জমি পাওয়া গোটা পাঁচেক শিল্প সংস্থা এখনও কারখানা গড়ার প্রস্তুতি সে ভাবে শুরু করেনি। রাজ্যে বাজেটে সাঁওতালডিহিতে পিপিপি মডেলে আরও একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার ঘোষণা করা হয়েছে। তা ঘোষণার স্তরেই আটকে রয়েছে এখনও।

ওয়াকিবহাল মহল মনে করাচ্ছে, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এমন কি তাঁদের পাঁচ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার ঘোষণাও করেছিলেন। তার পরেও কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকদের সিংহ ভাগ রাজ্যে ফেরেননি। বিজেপি সরকারকে আগে শ্রমিকদের জন্য ভরসার জায়গা তৈরি করতে হবে। বিজেপির রাজ্য নেতা বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী বলেন, “নির্দিষ্ট চিন্তাভাবনার প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পনা আমরা আগামী দিনে দেখতে পাব।”

বিজেপি সদস্যেরাও গরহাজির, ভেস্তে গেল তলবিসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা

রানিবাঁধ

পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেও তলবিসভায় গরহাজির থাকলেন অধিকাংশ সদস্য। যার জেরে বুধবার রানিবাঁধ ব্লকের রুদড়া পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে প্রশাসন বৈঠকের প্রস্তুতি নিলেও তা হল না। ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত না হওয়ায় সভা করার জন্য নিয়ম মতো কোরাম করা যায়নি। ফলে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হল না। ১২ আসনের এই পঞ্চায়েতে তৃণমূল ৭টি এবং বিজেপি ৫টি আসনে জয়ী হয়। তৃণমূল পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করে। তৃণমূলের প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই প্রধানের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। পরে প্রধানের অপসারণের দাবিতে অনাস্থা প্রস্তাবও আনা হয়। এই প্রস্তাবে তৃণমূলের দুই সদস্য-সহ বিজেপির সদস্যেরা স্বাক্ষর করে ব্লক প্রশাসনের কাছে জমা দেন। তবে বুধবারের সভায় সেই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা থাকলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অনুপস্থিত থাকায় তা আর সম্ভব হয়নি। জুন মাসে এই পঞ্চায়েতের দেওয়ালে রুদড়া অঞ্চল আদি বিজেপি কর্মীদের তরফে পঞ্চায়েতের কয়েকজন বিজেপি সদস্যের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করা ও কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে পোস্টারও পড়েছিল। যদিও তখন বিজেপির নেতৃত্বের দাবি ছিল, তাঁদের দলের বদনাম করতে এ সব করছে বিরোধীরা। এক তৃণমূল নেতার দাবি, “অনাস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ সভায় বিজেপির পাঁচ সদস্যের মধ্যে মাত্র দু’জন উপস্থিত ছিলেন। এতে তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই স্পষ্ট। এ দিন আমাদের ওই দুই সদস্য ছাড়াও অন্য আর একজনকে জোর করে সভাই আনা হয়েছিল।” বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তারকনাথ সরেন মন্তব্য করতে চাননি। রুদড়া পঞ্চায়েতের প্রধান সুচিত্র সরেনও ফোন ধরেননি।

কুয়োয় শিশুর মৃত্যু

কোটশিলা: কুয়োয় পড়ে মৃত্যু হল বছর সাতেকের এক শিশুর। বুধবার কোটশিলার চেক্যা গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। এ দিন স্থানীয় বাসিন্দারা শিশুটিকে অচেতন অবস্থায় কোটশিলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরীক্ষার পরে তাকে মৃত বলে জানান চিকিৎসক। পুলিশ জানায়, কুয়োতে কোনও বেড়া ছিল না। অসাবধানতায় শিশুটি ভিতরে পড়ে যায়। দেহ মর্গে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

ফের পরিযায়ীর অকাল মৃত্যু

বলরামপুর: সংসারের অভাব ঘোচাতে ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে সশরীরে ফেরা হল না বলরামপুর ব্লকের নেকড়ে গ্রামের বিভীষণ মাহাতো (৪২)-র। তেলঙ্গনার হায়দরাবাদে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এই পরিযায়ী শ্রমিকের। বুধবার রাতে গ্রামে ফিরেছে দেহ। বিভীষণের পরিবার জানায়, মাস চারেক আগে হায়দরাবাদে ভবন নির্মাণের কাজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর জেঠতুতো ভাই নেপাল মাহাতো বলেন, “সোমবার দুপুরে কাজ শেষ করে থাকার জায়গায় ফিরছিলেন দাদা। তখনই তাঁকে একটি মোটরবাইক ধাক্কা মারে বলে জানতে পেরেছি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।” বিভীষণের সহকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা দেহ গ্রামে নিয়ে আসেন। শ্রমিকের অকাল মৃত্যুর খবরে নেকড়ে গ্রাম-সহ আশপাশের এলাকায় শোক নেমেছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, এ ভাবে আর কত প্রাণ যাবে। এলাকায় পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না থাকায় বাধ্য হয়ে যুবকদের জীবিকার সন্ধানে ভিন্ রাজ্যে যেতে হচ্ছে। পরিযায়ী জীবনের অনিশ্চয়তার বলি হচ্ছে বহু পরিবার। সম্প্রতি রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দিকেই তাকিয়ে সকলে।

মোদীর বিকৃত ভিডিয়ো, গ্রেফতার

ইন্দাস: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকৃত ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে শেয়ার করার অভিযোগে এক যুবককে মঙ্গলবার গ্রেফতার করে ইন্দাসে থানার পুলিশ। তবে বুধবার আদালতে জামিন পান শেখ মিলন নামে ওই যুবক। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি নিট বিতর্কে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ভিডিয়ো বার্তা নানা ভাবে বিকৃত করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে। সেই রকমই একটি ভিডিয়ো মিলন সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন বলে থানায় অভিযোগ করেন সুমিত মিত্র নামে এলাকার এক যুবক। দাবি, ওই ভিডিয়োতে প্রধানমন্ত্রীকে অসম্মান করা হয়েছে। অভিযোগে পেয়ে মঙ্গলবার রাতেই মিলনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আদালতে এ দিন তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়।

শ্রীলেখার বিরুদ্ধে

বরাবাজার: নিট-আন্দোলনে কলকাতার মিছিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে কুরুচিকর কার্টুন আঁকা পোস্টার হাতে ছবি তুলে বিতর্কে জড়িয়েছেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। বিভিন্ন জেলায় একাধিক থানায় এ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। একই পথে হেঁটে বুধবার পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান বিধানসভার ১ ও ২ মণ্ডল বিজেপির যুব মোর্চা বরাবাজার থানায় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করল। এ দিন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা মিছিল করে থানায় গিয়ে অভিযোগপত্র জমা দেন।

মামনির অ্যাপ হ্যাক

নিতুড়িয়া: ফোনের ওয়টস্যাপ অ্যাপ্লিকেশন ‘হ্যাক’ করা হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ করলেন রঘুনাথপুরের বিজেপি বিধায়ক মামনি বাউরি। একটি সূত্রের দাবি, বুধবার বিধায়কের একটি মোবাইল নম্বরের সঙ্গে যুক্ত ওয়টস্যাপ থেকে বিভিন্ন জায়গায় টাকা চেয়ে বার্তা গিয়েছে। পরে সমাজমাধ্যমে নিজেই মামনির দাবি করেন, ওই বার্তাটি তিনি পাঠাননি। পরে নিতুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে একই রকম অভিযোগ করে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কাশীপুরের বিধায়ক কমলাকান্ত হাঁসদা।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

সারেঙ্গা: জমিতে ধান লাগানোর কাজ করতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃত সন্ধ্যা সরেন (৫৪) সারেঙ্গা ব্লকের বাগজাতার বাসিন্দা। বুধবার দুপুরের ঘটনা। অন্য শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা মহিলাকে উদ্ধার করে রাইপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। পুলিশ জানিয়েছে, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

আজ আবহাওয়া

পুরুলিয়া
বৃষ্টির সম্ভাবনা
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪° সেলসিয়াস

বাঁকুড়া
বৃষ্টির সম্ভাবনা
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০°
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪°

পঞ্জাব নैশনল बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ই-অকশন সেল নোটিস

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ (এআরএমবি): পুরুলিয়া
এআরএমবি পুরুলিয়া, রাজা বাঁধ পাড়া, শশধর গাঙ্গুলী রোড, পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) – ৭২৩১০১, ই-মেল: cs8301@pnb.bank.in

এসআই (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলি এবং সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পৎ বিক্রয়ের জন্য ই অকশন সেল নোটিস

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট রেহানাবদ্ধ/চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার কনস্ট্রাক্টিভ/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত পাওনাদার কর্তৃক লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতো সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট বকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখিত তারিখে “যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে” এবং “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে” ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণিতে উল্লেখ করা হইল।

ই-অকশনের তারিখ/সময়: ২৪.০৮.২০২৬, বেলা ১১:০০টা হইতে বিকাল ০৪:০০টা পর্যন্ত এবং ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ: ২৪.০৮.২০২৬, বেলা ০৩:০০টা পর্যন্ত। এআরএমবি, পুরুলিয়া, শ্রী মুকেশ কুমার, চিফ ম্যানেজার (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং ৮৭৮৯২৩৬৭৭১, ই-অকশন কালেকশন এ/সি-এর বিবরণ: অ্যাকাউন্টের নাম – আরটিজিএস–ইন্টারব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এ/সি 830100317118A, (আইএফএসসি– PUNB0830100)

জামিনযুক্ত পরিসম্পদের তফশিল

লট নং	ব্রাঞ্চের নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/গ্যারেন্টর-এর অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	রেহানাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম [সম্পত্তিসমূহের বন্ধকদাতাগণ]	(ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(২) ধারা অধীনে ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (খ) বকেয়া অর্থের পরিমাণ, তারিখমতো (গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ (ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) (খ) বায়না জমা (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১	ব্রাঞ্চ: কদমাঘাটি (১০২১২০) মেঃ দে মিনারেলস প্রাঃ লিঃ মেঃ দে মিনারেলস প্রাঃ লিঃ কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রেজিঃ অফিস: কাঠজুরি ডাঙ্গা, পুরাতন জুনিয়র বিটি কলেজের নিকটে, পোঃঅঃ কেন্দুয়া ডিহি, থানা ও জেলা: বাঁকুড়া- ৭২২১০২ (পঃ বঃ) ডিরেক্টর ১ (বন্ধকদাতা)- শ্রী সুশান্ত কুমার দে পিতা- শ্রী গোপাল চন্দ্র দে ডিরেক্টর ২- শ্রীমতি কল্যাণী দে, স্বামী- সুশান্ত কুমার দে ডিরেক্টর ১ ও ২-এর ঠিকানা- ৪/১৪ টানশন রোড, বি জোন, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩২০৫ ডিরেক্টর ৩- শ্রী গোপাল চন্দ্র দে, পিতা রামসদয় দে ঠিকানা- গ্রাম- পিঠাবৈদ, পোঃঅঃ- শালদিহা পিঠাবৈদ, থানা-চাতনা, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১৩৯ ডিরেক্টর ৪ (বন্ধকদাতা)- শ্রী চণ্ডীচরণ দত্ত, পিতা- ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত, ঠিকানা-স্থান- মুচিপাড়া, লাল বাজার, পোঃঅঃ ও জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১০১	সম্পত্তি নং ১ : নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ- জমি ও বিল্ডিং, শেড ও স্ট্রাকচার তৎসহ সীমানা প্রাচীর, মেশিনারি ও ইকুইপমেন্ট-মেঃ দে মিনারেলস প্রাঃ লিঃ-এর, অবস্থান মৌজা- মুশিবডিহি, খতিয়ান নং ১৪৩, জেএল নং ১৩২, দাগ নং ৭৬৩/১১৪৮, থানা-চাতনা, জেলা-বাঁকুড়া, আয়তন ০.০৮ একর, ২০১১-এর দলিল নং. ১৪৫৪, শ্রী সুশান্ত কুমার দে, পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র দে-এর নামে। সম্পত্তি নং ২ : নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ- জমি ও বিল্ডিং, শেড ও স্ট্রাকচার তৎসহ সীমানা প্রাচীর, মেশিনারি ও ইকুইপমেন্ট-মেঃ দে মিনারেলস প্রাঃ লিঃ-এর, অবস্থান মৌজা- মুশিবডিহি, খতিয়ান নং ১২৮, ১৪৭, ২১৮, ১৬১, ১৮, ২২৩, ২২/১, জেএল নং ১৩২, দাগ নং ৭৬৩/১১৪৮, থানা-চাতনা, জেলা-বাঁকুড়া, আয়তন ১.০৮ একর, ২০১১-এর দলিল নং. I-২৬৯, শ্রী সুশান্ত কুমার দে, পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র দে-এর নামে। সম্পত্তি নং ৩ : নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ- জমি ও দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং, কার্পেট এরিয়া ১৪৯৫ বঃ ফুঃ অবস্থান মৌজা- সেমুরারি, গোপীনাথপুর, খতিয়ান নং ১৪৪০, জেএল নং ২০৫, দাগ নং ৩৬৫৫, থানা- বাঁকুড়া, জেলা বাঁকুড়া, এরিয়া ০.০৫ একর, ১৯৮৬-এর দলিল নং ১৯৬৫, শ্রী চণ্ডীচরণ দত্ত, পিতা শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত। ***দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ১১.০৭.২০১৮ (খ) টাঃ ৬৫,৩৪,৭৩৮.৯১ (১১.০৭.২০১৮ তারিখমতো) তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে), ১১.০৭.২০১৮ তারিখ হইতে, তদুপরি অন্যান্য চার্জ। (গ) ২৮.১১.২০১৮ (ঘ) প্রতীকী দখল	সম্পত্তি নং ১ ও ২ (ক) টাঃ ৬৭.৯২ লক্ষ (খ) টাঃ ৬.৭৯ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ সম্পত্তি নং ৩ (ক) টাঃ ৩৪.২৬ লক্ষ (খ) টাঃ ৩.৪৩ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ

শর্তাবলি

বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-তে নির্ধারিত শর্তাবলি এবং নিম্নোক্ত আরও শর্ত সাপেক্ষ হইবে:

১। সম্পত্তিসমূহ “যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” এবং “যেখানে যাহা কিছু আছে ভিত্তিতে” ও “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে ভিত্তিতে” বিক্রয় করা হইবে।
২। উপরোক্ত তফশিলে নির্ধারিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যমতো বিবৃত করা হইয়াছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও প্রমাদ, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়িবার জন্য জবাবদিহি করিবেন না।
৩। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রয় উপরোক্ত তারিখ ও সময়ে ওয়েবসাইট https://baanknet.com-তে ব্যবস্থিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম মারফত করা হইবে।
৪। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলির জন্য দেখুন https://baanknet.com এবং www.pnb.bank.in
৫। জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট জ্ঞাত দায়ের বিবরণ: জ্ঞাত নহে।

তারিখ: ৩০/০৭/২০২৬
স্থান: পুরুলিয়া

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জামিনযুক্ত পাওনাদার

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে সংবিধিবদ্ধ সেল নোটিস